Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-I, published on January 2023, Page No. 47 –68
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848

বিদ্যাসাগরের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' : রূপতত্ত্বের আঙ্গিকে

Vidyasagar's 'Betal Panchabinsati' : In terms of morphology

সুদেষ্ণা কোনার
গবেষক, বাংলা বিভাগ
আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর
ইমেইল : sudeshna.konar97@gmail.com

Keyword

Folklore, Fairy tale, Morphology, Structuralism, Phraseology, Word table, Translated, Bengali prose.

Abstract

"Āmāra kathāṭi phurālō
Naṭē gāchaṭi murālō."

Among other forms of folklore are folktales; And a special element of folklore is the fairy tale. A link to the nursery rhyme mentioned above can be seen in the fairy tale, which takes the child to the kingdom of kings-queens, fairies, demons, bangama - bangami. But these folk tales or fairy tales are born during the discovery of creation. They were created by humans for his entertainment as well as to keep alive his own experience and self-belief. Meaning of fairy tale means – unrealistic fictional story. But the purpose of a fairy tale is to highlight the reality hidden behind the metaphor. Fairy tales are a medium to make a complex subject simple to children. Every fairy tale has some message, which gives children an idea about the present social system. Another purpose of telling fairy tales to children is to develop their 'imaginary world'.

Although folk tales or fairy tales are mainly identified as children's books, it is undeniable that behind the story the deep theory of people's aspirations and dreams can be seen. We continue to carry this trend of development and expansion of folk culture even today through our literature and culture. Because the perfection of creation is attained, by resorting to ancient traditions. In search of that perfection, Vidyasagar also had to go to the threshold of folk culture, he chose folk tales or fairy tales. 'Betal Panchabinshati' story book translated by Vidyasagar is chosen for this essay.

In this essay I have chosen the structure of folktales mentioned by Vladimir Propp to present selected stories from 'Betal Panchbingashti' translated by Vidyasagar. However, a quote by Ferdinand Saussure first comes up in the context of this abstract discussion. The linguist Ferdinand de Saussure, in search of an answer to the question of how language becomes meaning in speech, said –

"Language was composed of arbitrary units that were void of concept of meaning until they acquired meaning through system

> that relied on differences between terms within their larger linguistic and social contexts."

[Source – Internet]

It was later applied to folklore by Vladimir Propp in his book 'Morphologia Skazki'. Which was published in 1928. Vladimir Propp's theory is called the 'Syntagmatic Model'. Because the theory is built according to syntax. In his theory, Vladimir Propp divides the functions of folklore characters into thirty-one units, resorting to certain symbols or codes to express the functions of the characters in the fairy tale and at the same time states that two types of units can be observed in folklore – (a) variable units and (b) invariable units. In this case, although the name and place of the hero and heroine have changed, but Vladimir Propp identified their activity as an unchanging unit.

Vidyasagar's attempt to present some selected stories of 'Betal Panchabingshati' translated by Vladimir Propp through the theory of 'Syntagmatic Model'.

Discussion

> "...মানুষের ইতিহাস যেদিন থেকে আরম্ভ, গল্পের জন্মও সেদিন থেকেই। ...পৃথিবীর প্রাচীনতম কাহিনীগুলি আজ অবলুপ্ত। ...রূপকথার পরিপুষ্টি ঘটল মানবেতিহাসের দ্বিতীয় পর্যায়ে। এই সময় মানুষ সমাজবদ্ধ হয়েছে, শহর গড়ে তুলেছে, সভ্যতার মধ্যে পদক্ষেপ করছে, এ আর তার আত্মরক্ষার যুগ নয় – এ হল তার আত্মবিস্তারের পর্যায়। ...রূপকথার ধারা অবশ্য আজও বয়ে চলেছে – কিন্তু এখন তার স্থান শিশু জগতে। তবুও এই সমস্ত শিশুপাঠ্য কাহিনির অন্তরালে মানুষের চিরন্তন আশা-আকাঙ্খা ও স্বপ্নের গভীর তত্ত্বটি সন্নিহিত।"[১]

– সৃষ্টির উন্মেষ লগ্নে মানুষ যেমন জীবিকা অর্জনের প্রয়োজনের পাশাপাশি বিনোদনের জন্যও লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্যের রচনা করেছিল, তেমনি লোককাহিনির সৃষ্টি করেছিল বিনোদনের পাশাপাশি নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও আত্মপ্রত্যয়কে জিইয়ে রাখার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে। লোককাহিনি বা রূপকথার সেই বিকাশ ও বিস্তৃতির কাহিনি ধরা পড়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা উপরিউক্ত উদ্ধৃতিটির মধ্যে। লেখকের বক্তব্য অনুযায়ী, লোকসংস্কৃতির সেই ধারাকে আজও আমরা বয়ে নিয়ে চলেছি নিজেদের সাহিত্য-সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে। কারণ সৃষ্টির পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটে প্রাচীন ঐতিহ্যকে অবলম্বন করেই।

সেই পূর্ণতার খোঁজে বিদ্যাসাগরকেও যেতে হয়েছিল লোকসংস্কৃতির দোরগোড়ায়, বেছে নিতে হয়েছিল লোককাহিনিকেই। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১) সংস্কৃত পণ্ডিত হওয়ার পাশাপাশি তিনি ছিলেন একাধারে শিক্ষাবিদ্, সমাজসংস্কারক এবং লেখক। শিক্ষাবিদ্ ও সমাজ সংস্কারক হলেও বিদ্যাসাগরের সাহিত্য সৃষ্টির তালিকা খুব ছোট ছিল না। বিদ্যাসাগর রচিত গ্রন্থগুলি হল –

'বর্ণপরিচয়' (১৮৫৫), 'ঋজুপাঠ' (১৮৫১-৫২), 'শকুন্তলা' (১৮৫৪), 'সীতার বনবাস' (১৮৬০), 'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা' (১৮৫১), 'ব্যাকরণ কৌমুদী' (১৮৫৩), 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭), 'বোধদয়' (১৮৫১), 'কথামালা' (১৮৫৬), 'ভ্রান্তবিলাস' (১৮৬৯) ইত্যাদি।

তবে, সাহিত্য জগতে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব অনুবাদ সাহিত্যের হাত ধরেই । এই প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক বিনয় ঘোষ বলেছেন –

> "বিদ্যাসাগরের বেশীর ভাগ বাংলা রচনাই হল অনুবাদ, সঙ্কলন বা পাঠ্যপুস্তক। তিনি যে বই লিখেছেন তা থেকে তাঁর উদ্দেশ্য সহজেই বোঝা যায়। তিনি ছিলেন বাংলা গদ্যের সৃষ্টি কর্তা। অতএব একটি লিখিত ভাষাকে গড়ে তুলতে হলে যে সব মালমশলা দরকার হয় সেইগুলি সম্বন্ধেই বেশী মনোযোগী ছিলেন।"[২]

সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁর পদার্পন ঘটে 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' গ্রন্থটির মধ্য দিয়ে। লল্লুলাল রচিত হিন্দি 'বেতাল পচীসী' থেকে ১৮৪৭ সালে বিদ্যাসাগর গ্রন্থটি অনুবাদ করেন। ১৯৪১ সালে লালদীঘির ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা

বিভাগের প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনের সূচনা। এইসময় কলেজের ছাত্রদের শিক্ষাদানের উৎকৃষ্টমানের পাঠ্যপুস্তকের অভাব বোধ করায় প্রয়োজনের তাগিদে নিজেই কলম তুলে নেন। প্রসঙ্গক্রমেই বিদ্যাসাগরের উক্তিটি এখানে তুলে ধরা হল –

> "কালেজ অফ ফোর্ট উইলিয়াম নামক বিদ্যালয়ে, তত্রত্য ছাত্রগণের পাঠার্থে, বাঙ্গালা ভাষায় হিতোপদেশ নামে যে পুস্তক নির্দিষ্ট ছিল, তাহার রচনা অতি কদর্য্য। বিশেষতঃ, কোনও কোনও অংশ এরূপ দুরূহ ও অসংলগ্ন যে কোনও ক্রমে অর্থবোধ ও তাৎপর্য্যগ্রহ হইয়া উঠে না। তৎপরিবর্ত্তে পুস্তকান্তর প্রচলিত করা উচিত ও আবশ্যক বিবেচনা করিয়া, উক্ত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহামতি শ্রীযুক্ত মেজর জি. টি. মার্শল মহোদয় কোনও নূতন পুস্তক প্রস্তুত করিতে আদেশ দেন। তদনুসারে আমি, বৈতাল পচীসী নামে প্রসিদ্ধ হিন্দী পুস্তক অবলম্বন করিয়া, এই গ্রন্থ লিখিয়াছিলাম।"[৩]

এই নিবন্ধ রচনায় বিদ্যাসাগর অনূদিত 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'কেই নির্বাচন করলাম। তবে এক্ষেত্রে লোককাহিনির অংশভুক্ত এই পঁচিশটি গল্পকে উপস্থাপিত করতে আমরা বেছে নিলাম লোককাহিনি জগতে চিরপরিচিত আরও একটি মাধ্যমকে – তা হল ভ্লাদিমির প্রপের 'Morphology'।

এক্ষেত্রে আমরা ভ্লাদিমির প্রপ রচিত নির্দিষ্ট তালিকা ও বর্ণমালাকে এখানে অনুসরণ করা হলেও প্রয়োজনের তাগিদে কয়েকটি বর্ণমালাকে এখানে যোগ করা হল।

'বেতাল পঞ্চবিংশতি'র পঁচিশটি গল্পকে সাজানোর ক্ষেত্রেও আমরা ভ্লাদিমির প্রপ নিদিষ্ট পদ্ধতিকেই অনুসরণ করলাম। অর্থাৎ প্রথমে গল্প উপস্থাপনের সারণী, ছকের মাধ্যমে বর্ণমালার প্রকাশ ও মন্তব্য এবং সবশেষে বর্ণমালার তালিকা তুলে ধরা হল। সেই সঙ্গে চরিত্রের ক্রিয়াশীলতা (Function)-র গুরুত্বপূর্ণ দিকটিও প্রস্তুত করা হল। [V. Propp – Morphology of the Folklore, University of Texas Press, Austin, 2009 গ্রন্থের List of Abbreviations অধ্যায় দ্রষ্টব্য]

বর্ণমালার তালিকা :

প্রস্তুতিমূলক বিভাগ :

α - প্রাথমিক পরিস্থিতি

β^1 – জ্যেষ্ঠের প্রস্থান

β^2 – মা-বাবার মৃত্যু

β^3 – তরুণের প্রস্থান

γ^1 – নিষেধ

γ^2 - আদেশ

δ^1 – নিষেধ লঙ্ঘন

δ^2 – আদেশ বহন

ε^1 – নায়ক সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার জন্য খলনায়কের প্রাথমিক নিরীক্ষণ

ε^2 - খলনায়ক সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার জন্য নায়কের প্রাথমিক নিরীক্ষণ

ε^3 – অন্যান্যদের প্রাথমিক নিরীক্ষণ

ζ^1 – নায়ক সম্পর্কে তথ্য পায় খলনায়ক

ζ^2 - খলনায়ক সম্পর্কে তথ্য পায় নায়ক

ζ^3 – অন্যান্য উপায়ে প্রাপ্ত তথ্য

η^1 – সেই খলনায়কের অনুসৃতিতে

η^2 – খল নায়ক দ্বারা জাদুকরী প্রতিনিধি প্রয়োগ

η^3 – প্রতারণার অন্যান্য রূপ

θ^1 – খলনায়কের প্ররোচনায় নায়কের প্রতিক্রিয়া

θ^2 – রূপকথার এজেন্টের প্রভাবে নায়ক যান্ত্রিকভাবে শিকার

θ^3 - নায়কের প্ররোচনায় খলনায়কের প্রতিক্রিয়া

λ - এক কঠোর চুক্তির ফলে প্রাথমিক বিপদ

A - দুর্বৃত্ততা

A – খল অন্য উপায়ে ধ্বংস সাধন করে

A^1 – এক ব্যক্তির অপহরণ

A^2 – বাজেয়াপ্ত করা হয় একজন ঐন্দ্রিজালিক প্রতিনিধি বা সাহায্যকারীকে

A^{ii} – বল প্রয়োগ করে একজন ঐন্দ্রজালিক সাহায্যকারীকে আটক করা হয়

A^3 – বিনষ্টকারী ফসল

A^4 – দিবালোকে চুরি

A^5 – অপহারকের বিভিন্ন রূপ

A^6 – শারীরিক পীড়ন বা ক্ষতিসাধন করে

A^7 – অকস্মাৎ অন্তর্হিত হয়

A^{vii} – নববধূ বিস্মৃত

A^8 – চাহিদার জন্য অপহরণ

A^9 - বহিষ্কার

A^{10} – সমুদ্রে নিক্ষেপ

A^{11} – খল কাউকে রূপান্তরিত করে এবং সেখানে অন্য কাউকে স্থাপন করে

A^{12} – মিথ্যা উপস্থাপন

A^{13} – হত্যার আদেশ

A^{14} - হত্যা

A^{15} – যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, আটক

A^{16} – জোর করে বিয়ে করার হুমকি

A^{xvi} – আত্মীয়দের মিলিত চেষ্টায় জোর করে বিয়ে করার হুমকি

A^{17} – স্বজাতিভক্ষণকারী হুমকি

A^{vii} – আত্মীয়দের মিলিত প্রচেষ্টায় স্বজাতিভক্ষণকারীর হুমকি

A^{18} – রাত্রে পীড়ন (রক্তপিশাচ)

A^{19} – যুদ্ধের ঘোষণা

a – *অভাব, অপ্রতুলতা*

a^1 – কনের অভাব, এক ব্যক্তির

a^2 – সাহায্যকারী/রূপকথার প্রতিনিধির অভাব

a^3 – বিস্ময়কর প্রতিনিধির অভাব

a^4 – জাদুবস্তু বা প্রাণী যার মধ্যে জীবন-মৃত্যু লুক্কায়িত তার অভাব

a^5 – অর্থের অভাব বা অস্তিত্বের অর্থ

a^6 – অন্যান্য রূপ

B – *মধ্যস্থতার সময়, সংযোগ ঘটনা*

B^1 – সাহায্যের জন্য আহ্বান

B^2 - পাঠানো

B^3 – মুক্তি, প্রস্থান

B^4 – নানা ধরনের বিপর্যয়ের ঘটনা

B^5 – নির্বাসিত বীরের পরিবহন

B^6 – নিন্দিত বীরের মুক্তি, বিদায়

B^7 – বিলাপের গান

C – বিপরীত ক্রিয়া করার সম্মতি

↑ - *প্রস্থান*

D – *দাতার প্রথম কাজ*

D^1 – নায়কের পরীক্ষা

D^2 – অভিবাদন, জিজ্ঞাসা

D^3 – মৃত্যুর পর অনুগ্রহের জন্য অনুরোধ করা

D^4 – বন্দীর অনুরোধ স্বাধীনতার জন্য

$*D^4$ – বন্দীর অনুরোধ স্বাধীনতার জন্য, প্রাথমিক কারাবাসের মাধ্যমে

D^5 – ক্ষমার জন্য অনুরোধ

D^6 – বিভেদের জন্য অনুরোধ

d^6 – বিভেদের জন্য যুক্তি ছাড়া অনুরোধের প্রকাশ

D^7 – অন্যান্য অনুরোধ

$*D^7$ – অন্যান্য অনুরোধ, এই অনুরোধের ভিত্তিতে ব্যক্তির প্রাথমিক অসহায় অবস্থার প্রকাশ

d^7 – দাতার

D^8 – ধ্বংসের চেষ্টা

D^9 – শত্রুপক্ষ/প্রতিদ্বন্দ্বির সঙ্গে যুদ্ধ

D^{10} – জাদুদ্রব্য দেখিয়ে অন্যকিছু চাওয়া

E – *নায়কের প্রতিক্রিয়া* (ধনাত্মক বা ঋণাত্মক)

E^1 - অগ্নিপরীক্ষা

E^2 – বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিক্রিয়া

E^3 – মৃত ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ

E^4 – বন্দি মুক্তি

E^5 – মিনতিপূর্ণ প্রার্থণা

E^6 – বাদী বিবাদীর বিচ্ছিন্নতা

E^{vi} – বাদী বিবাদীর প্রতারণা

E^7 – অন্য কিছু করার কার্যক্ষমতা; অনুরোধ পরিপূর্ণ হওয়া, ধার্মিক ক্রিয়াকাণ্ড

E^8 – ধ্বংস প্রতিরোধের প্রচেষ্টা ঠেকানো

E^9 – যুদ্ধে জয়

E^{10} – বিনিময়ে প্রতারণা/ধূর্ততা

E^{11} – মুগ্ধতা

F -*অধিগ্রহণ/অর্জন, প্রাপ্তি একটি ঐন্দ্রজালিক প্রতিনিধি*

F^1 – প্রতিনিধিকে স্থানান্তর করা

f^1 – উপহারটির উপাদান প্রকৃতির স্বরূপ

F neg (F -) – প্রতিনিধিকে স্থানান্তর করা যাচ্ছে না

F contr. (F=) – বীরের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার নিষ্ঠুর প্রতিশোধ

F^2 – প্রতিনিধিকে চিহ্নিত করা

F^3 – প্রতিনিধি প্রস্তুত

F^4 – প্রতিনিধি বিক্রীত, ক্রীত

F_4^3 – প্রতিনিধিদের আদেশ দেওয়া

F^5 – প্রতিনিধিদের খুঁজে পাওয়া

F^6 – প্রতিনিধিকে মনে হচ্ছে এটা তার সামঞ্জস্য

F^{vi} – প্রতিনিধিকে মনে হচ্ছে পৃথিবীর বাইরের

F_9^6 – সাহায্যকারীর সাথে সাক্ষাৎ, যে তাকে সেবা প্রদান করেছিল

F^7 – প্রতিনিধিটি মাতাল বা ভুক্ত

F^8 – প্রতিনিধিকে পাকড়াও করা হল

F^9 – প্রতিনিধি সেবা প্রদান করেছিল কারোর সাথে কথা বলে

f^9 – প্রতিনিধি নির্দেশ করে যে কিছু সময়ের প্রয়োজনে তার নিজস্ব সামঞ্জস্য উপস্থিত হবে

G – *একটি মনোনীত জায়গায় স্থানান্তর; পথপ্রদর্শক*

G^1 – নায়ক বাতাসে ওড়ে

G^2 – নায়কের আরোহণ করা, বহন করা

G^3 – নায়কের নেতৃত্ব

G^4 – নায়কের পথপ্রদর্শক হওয়া

G^5 – নায়ক যোগাযোগের নিশ্চল উপায় ব্যবহার করে

G^6 – একটি নিষ্ঠুর পথ দেখার উপায়

H – *খলনায়কের সাথে নায়কের লড়াই*

H^1 – খোলা মাঠে লড়াই

H^2 – একটি প্রতিযোগিতা

H^3 – তাস খেলা

H^4 - ঝাঁকুনি

I – *খলনায়কের জয়*

I^1 – প্রকাশ্যে যুদ্ধ খলের জয়

*I^1 – যখন অন্যজন লুকিয়ে তখন এক নায়কের দ্বারা জয়

I^2 – প্রতিযোগিতায় খলের জয় বা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ

I^3 – তাস খেলায় খলের জেতা

I^4 – ওজন প্রতিযোগিতায় খলনায়কের জেতা

I^5 – যুদ্ধ ছাড়াই খলের নিধন

I^6 – খলের নির্বাসন

J – *নায়ককে চিহ্নিত করা*

J^1 – শরীরে চিহ্ন এঁকে দেওয়া হয়

J^2 – আংটি বা তোয়ালে লাভ

K – *অভাব অপসারিত*

K^1 – অনুসন্ধানরত ব্যক্তি বা বস্তু চাতুর্যের মাধ্যমে লাভ করা

K^2 – সম্মিলিতভাবে দ্রুত হস্তগত করা

K^3 – ভয় দেখিয়ে লাভ করা

K^4 – পূর্ববর্তী কাজের ফলস্বরূপ অনুসন্ধানীর ব্যক্তি, পশুপাখি বা বস্তুলাভ

K^5 – জাদুর কল্যাণে প্রাপ্তি

K^6 – জাদুর মাধ্যমে দারিদ্র্য-মুক্তি

K^7 – সন্ধানরত ব্যক্তি, পশুপাখি বা বস্তুলাভ

K^8 – সমোহন শক্তির অবসান

K^9 – মৃতের পুনর্জীবন লাভ

K^{ix} – একই, জলের সাথে জীবনের প্রাথমিক প্রাপ্তি

K^{10} – বন্দির মুক্তিলাভ

KF^1 – সন্ধানীয় ব্যক্তি, বস্তু বা পশুপাখি স্থানান্তরিত করা হয়

KF^2 – সন্ধানীয় ব্যক্তি, বস্তু বা পশুপাখি দেখিয়ে দেওয়া হয়

↓ - *নায়কের প্রত্যাবর্তন*

Pr - *অনুসরণ*

Pr^1 – উড়ন্তভাবে নায়ককে অনুসরণ

Pr^2 – অনুসরণকারী অপরাধীকে দাবি করে

Pr^3 – অনুসরণকারী দ্রুত পশুপাখির রূপ ধারণ করে নায়কে অনুসরণ করে

Pr^4 – অনুসরণকারী নিজেকে লোভনীয় বস্তু বা প্রাণীতে রূপান্তরিত করে নায়কের সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত হয়

Pr^5 – নায়ককে গিলে ফেলার চেষ্টা করে

Pr^6 – নায়ককে হত্যার চেষ্টা করে

Pr^7 – নায়ক যে গাছে আশ্রয় নেয় অনুসরণকারী সেই গাছটিকে চিবিয়ে খেতে চায়

Rs – *অনুসরণ থেকে নায়কের উদ্ধার*

Rs^1 – নায়ককে বাতাসের মধ্যে দিয়ে বহন করা

Rs^2 – নায়ক পথে বাঁধার সৃষ্টি করতে করতে উড়ে যায়

Rs^3 – উড়ে যাবার সময় অচেনা কিছুতে রূপান্তরিত হয়

Rs^4 – যাত্রাপথে নায়ক নিজেকে লুকিয়ে ফেলে

Rs^5 – কোনো ব্যক্তি নায়ককে আড়াল করে রাখে

Rs^6 – নায়কের পশু বা পাথরের রূপ ধারণ এবং আত্মরক্ষা

Rs^7 – নায়ক লোভ থেকে বিরত থাকে

Rs^8 – বিরুদ্ধ পক্ষ তাকে গিলে ফেলুক বা ধারণ করুক নায়ক এমন অবস্থার বশ হয় না

Rs^9 – নায়ক নিজেকে ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা করে

Rs^{10} – প্রত্যাবর্তনরত অবস্থায় নায়ক এক গাছ থেকে অন্য গাছে লাভ দেয়

o – *অপরিচিতের আগমন*

L – *মিথ্যা নায়কের দাবি*

M – *কঠিন কাজ*

N – *কাজগুলো সমাধান করা*
*N – সময়সীমার আগে সমাধান
Q – *নায়কের পরিচিতি লাভ*
Ex – *নকল নায়ক অথবা খলের মুখোশ উন্মোচন*
T - নায়কের দেহ-রূপের পরিবর্তন
T^1 – জাদুবস্তুর সাহায্যে সরাসরি চেহারার পরিবর্তন
T^2 – নায়ক কর্তৃক আশ্চর্য প্রাসাদ নির্মাণ
T^3 – নতুন পোষাক পরিধান
T^4 – যুক্তিগ্রাহ্য ও কৌতকময় রূপাধারণ
U – মিথ্যে নায়ক বা খলনায়ককে শাস্তি প্রদান
U neg. – মিথ্যে নায়ক বা খলনায়ককে ক্ষমা করে দেওয়া
W - বিয়ে
W^1 - *রাজকন্যা ও রাজ্যলাভ*
W^2 – সিংহাসন ছাড়া বিয়ে
W^3 – শুধু সিংহাসন লাভ
W^4 – বিয়ের প্রতিশ্রুতি
W^5 – বিয়ের আসর বসেছে
w° - অন্তিম দৃশ্যে অর্থ পুরস্কার এবং অন্যান্য উপাদান
mot. - প্রেরণা
Pos. or + - অনুষ্ঠানের ইতিবাচক ফলাফল
Neg. or - - অনুষ্ঠানের নেতিবাচক ফলাফল
ϕ - সংযোজন অব্যয়
… তিনগুণ সংযোজন অব্যয়

গল্পগুলির কৌশল বিশ্লেষণ :

প্রথম উপাখ্যান :

বারানসী নগরের রাজা প্রতাপমুকুট,
তাঁর স্ত্রী মহাদেবী ও পুত্র বজ্রমুকুট (১)। — ১. প্রাথমিক অবস্থা (α)

এক.

একদিন বজ্রমুকুট আমাত্য পুত্রকে
সঙ্গে নিয়ে মৃগয়ায় গেল (২)। — ২. তরুণের প্রস্থান (β^3)
অরণ্য মধ্যে এক অপরূপ সুন্দরী কন্যাকে
দেখে মোহিত হলেন তিনি (৩)। — ৩. মুগ্ধ হওয়া (E^{11})
আমাত্য পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে বজ্রমুকুট রাজকুমারী পদ্মাবতীর
বলে যাওয়া কর্ণাট নগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন (৪)। — ৪. প্রস্থান ($\uparrow$)
কর্ণাটনগরে পৌঁছে তাদের রাজকুমারীর ধাত্রীর সাথে পরিচয় হয়,
যে বজ্রমুকুটকে রাজপ্রাসাদে ঢোকার ব্যবস্থা করেছিল (৫)। — ৫. সাহায্যকারীর সাথে সাক্ষাৎ (F_9^6)

রাজকুমারীর হেঁয়ালির উত্তর পেতে রাজকুমারকে
সাহায্য করল আমাত্য পুত্র (৬)।

৬. সংযোগস্থাপন (ϕ)

বজ্রমুকুটের সাথে পদ্মাবতীর বিবাহ সম্পন্ন হল গান্ধর্ব মতে (৭)।

৭. বিয়ে (w)

দুই.

বিবাহের পরবর্তীকালে পদ্মাবতী যখন অবগত
হল যে তার হেঁয়ালি রাজকুমার নয়, আমাত্য পুত্র
উদ্ধার করেছে, তখন সে নিজ কলঙ্ক জানাজানি হওয়ার
ভয়ে আমাত্য পুত্রকে হত্যা করতে উদ্যত হল (৮) ।

৮. হত্যা (A^{14})

সেই মতো বজ্রমুকুটের হাত দিয়ে আমাত্য পুত্রকে
বিষ মিশ্রিত মিষ্টান্ন প্রেরণ করল পদ্মাবতী (৯) ।

৯. সাহায্যের জন্য আহ্বান (B^1)

আমাত্য পুত্র পদ্মাবতীর এই ছলনাটুকুও বুঝতে সক্ষম হল (১০) ।

১০. খলনায়ক সম্পর্কে তথ্য পায় নায়ক (ζ^2)

এবং বজ্রমুকুট কর্তৃক পদ্মাবতীকে জানানো হয় যে
আমাত্যপুত্র মিষ্টান্ন খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে (১১) ।

১১. বাদী-বিবাদীর প্রতারণা (E^{vi})

রাত্রে আমাত্য পুত্রের কথা মতো রাজপ্রসাদ
থেকে বজ্রমুকুট পলায়ন করল (১২) ।

১২. প্রতিনিধি ইঙ্গিত দেয় যে প্রয়োজনের কিছু সময়ের মধ্যে নিজের ইচ্ছামত উপস্থিত হবে (f^9)

পদ্মাবতীকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য উভয়ে
সন্ন্যাসী ও শিষ্যের ছদ্মবেশ ধারণ করে (১৩) ।

১৩. রূপান্তর (T)

তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়। তারা পদ্মাবতীকে
দুশ্চরিত্র প্রমাণ করতে সক্ষম হয় (১৪)।

১৪. অনুষ্ঠানের জন্য ইতিবাচক ফল (Pos. or +)

তিন.

আমাত্য পুত্র ও বজ্রমুকুটের ইচ্ছানুযায়ী কর্ণাট
রাজ শাস্তিস্বরূপ পদ্মাবতীকে নগর থেকে বহিস্কার করলে (১৫)
পদ্মাবতী অরণ্যে আশ্রয় নেয়।

১৫. বহিষ্কার (A^9)

অরণ্য থেকে তাকে উদ্ধার করে তারা
তিনজনে বারানসী নগরে ফিরে যায় (১৬) ।

১৬. নায়কের প্রত্যাগমন ($\downarrow$)

প্রাথমিক অবস্থা - α
এক. $\beta^3 E^{11} \uparrow F_9^6 \ \theta$ w
দুই. $A^{14} B^1 \zeta^2 E^{vi} f^9$ T
তিন. $A^9 \downarrow$

দ্বিতীয় উপাখ্যান :

জয়স্থল নগরে পরম ধার্মিক ব্রাহ্মণ কেশব,

স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা মধুমালতীকে সঙ্গে নিয়ে বাস করত (১)।	১. প্রাথমিক অবস্থা (α)
এক.	
মধুমালতী বিবাহযোগ্যা হলে কেশব ও তার পুত্র উপযুক্ত পাত্রের সন্ধানে তৎপর হলেন (২)।	২. পাত্রের অভাব (a_1)
কিছুকাল পর ব্রাহ্মণ যজমান পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে এবং ব্রাহ্মণপুত্র অধ্যয়নের জন্য গ্রামান্তরে গেলেন (৩) ।	৩. জ্যেষ্ঠের প্রস্থান (β_1)
ব্রাহ্মণ অনুষ্ঠানান্তে মধুমালতীর বিবাহের জন্য একটি পাত্র, ব্রাহ্মণপুত্র অধ্যায়নান্তে একটি পাত্র নিয়ে এলেন এবং ব্রাহ্মণী গৃহে আগত একটি সৌম্যদর্শণ ব্রাহ্মণকে মধুমালতীর বিবাহের উপযুক্ত পাত্র নির্ণয় করে তাকে বাড়িতেই রাখলেন – এইভাবে মধুমালতীর বিবাহের জন্য তিনটি পাত্র উপস্থিত হল (৪) ।	৪. আগের কাজের প্রত্যক্ষ ফলাফল হিসেবে ধার পরিশোধ (K_4)
দুই.	
এমতাবস্থায় ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণপুত্র যখন আলোচনায় রত, তখন ব্রাহ্মণী সেখানে উপস্থিত হয়ে জানায় যে সর্পাঘাতে মধুমালতীর মৃত্যু হয়েছে (৫) ।	৫. আহত (A_6)
মধুমালতী মৃত্যুতে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী বিলাপ করতে লাগল এবং অন্যদিকে ভাবী পত্নীর মৃত্যুতে তিনজন ব্রাহ্মণ বৈরাগ্য লাভ করেন। ত্রিবিক্রম মধুমালতীর অস্থি নিয়ে দেশ ভ্রমণে বেরোয়। বামন সন্ন্যাসী হয়ে তীর্থযাত্রায় পাড়ি দিল (৬)।	৬. বিলাপের গান (B_7)
মধুসূদন মধুমালতীর দেহভস্ম রেখে পর্ণশালা নির্মাণ করে শশ্মানেই যোগসাধনায় বসল (৭)।	৭. বিপরীত ক্রিয়া করার সম্মতি, প্রস্থান ($C\uparrow$)
এই ভ্রমণকালেই বামন এক ব্রাহ্মণের কাছ থেকে মৃত সঞ্জীবনী বিদ্যার পুঁথি হস্তগত করল (৮)।	৮. একজন ঐন্দ্রজালিক প্রতিনিধির বিনিময়ে প্রাপ্তি লাভ (D_{10})
দৈবযোগে তিন ব্রাহ্মণ যথাস্থানে আবার ফিরে এল (৯)।	৯. নায়কের প্রত্যাবর্তন ($\downarrow$)
মন্ত্রবলে মধুমালতীকে বাঁচিয়ে তুলল (১০)।	১০. পুনরুজ্জীবন (K_9)
কিন্তু রাজা বিক্রমাদিত্যের বক্তব্যানুযায়ী, অস্থিসঞ্চয়ন পুত্রের কাজ, প্রাণদান পিতার কাজ এবং ভস্মরাশি সংগ্রহ যথার্থ প্রণয়ীর কাজ (১১)।	১১. নায়ককে চিহ্নিত করা (J)
তাই মধুসূদন মৃতসঞ্জীবনীর দীর্ঘদিন শশ্মানবাসী হয়ে দিনাতিপাতকারী মধুসূদনের সাথেই মধুমালতীর বিবাহ হল (১২)।	১২. বিয়ে (w)

প্রাথমিক অবস্থা - α
এক. a_1 β_1 K_4
দুই. A_6 B_7 $C\uparrow$ D_{10} $\downarrow$ K_9 J w

তৃতীয় উপাখ্যান :

বর্ধমান নগরের রাজা রূপসেন (১)।	১. প্রাথমিক অবস্থা (α)
এক.	
বীরবর নামক এক অস্ত্রধারী পুরুষ কাজের	
আশায় রাজা উপস্থিত হয় (২)।	২.অভাব, অপ্রতুলতা (a)
রাজা তাকে যথোপযুক্ত কার্যে বহাল করেন (৩)।	৩. অনুরোধ পরিপূর্ন হওয়া (E_7)
কিন্তু পরিবর্তে বীরবল পারিশ্রমিক স্বরূপ প্রতিদিন	
এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দাবী করেন; রাজা রাজি হন (৪)।	৪. প্রতিনিধি হল বিক্রীত (F_4)
কথা মতো রাজা কোষাধ্যাক্ষকে ডেকে আদেশ দেন,	
"তুমি প্রতিদিন, প্রাতঃকালে, বীরবরকে সহস্র সুবর্ণ দিবে,	
কোনও মতে অন্যথা না হয়"[৪] (৫)।	৫. আদেশ (γ_2)
এইভাবেই বীরবর প্রতিদিন সহস্র স্বর্ণমুদ্রার পরিবর্তে	
সারাদিন রাত রাজার আদেশ পালন করতে থাকে,	
সে যতই দুঃসাধ্য হোক না কেন? (৬)	৬. আদেশ বহন (δ_2)
দুই.	
এইভাবেই কিছুদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর	
একদিন রাতে স্ত্রীলোকের কান্না শুনে বীরবর	
রাজার আদেশ অনুসারে নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে সে	
স্বয়ং রাজলক্ষ্মীর দর্শন পায় (৭)।	৭. আদেশ (γ_2)
বীরবর রাজলক্ষ্মীর কাছ থেকে জানতে পারে,	
"রাজা রূপসেনের গৃহে নানা অন্যায়াচরণ হইতেছে।	
তৎপ্রযুক্ত, তদীয় আবাসে, অচিরাৎ অলক্ষ্মীর	
প্রবেশ হইবেক; সুতরাং আমি রাজার অধিকার	
পরিত্যাগ করিয়া যাইব।" (৮)	৮. দুর্বৃত্ততা (A)
আমি প্রস্থান করিলে, অল্প দিনের মধ্যেই,	
রাজার প্রাণাত্যয় ঘটিবেক"[৫]। (৯)	৯. অন্যান্য উপায়ে প্রাপ্ত তথ্য (ζ_3)
এই দুর্ঘটনার হাত থেকে রাজাকে বাঁচাতে	
উপায় হিসেবে রাজলক্ষ্মী বীরবরকে জানায়,	
"পূর্ব্বদিকে, অর্দ্ধযোজনান্তে, এক দেবী আছেন।	
যদি কেহ ঐ দেবীর নিকটে, আপনপুত্রকে স্বহস্তে	
বলি দেয়, তবে তিনি প্রসন্ন হইয়া, রাজার সমস্ত	

অমঙ্গলের সম্পূর্ণ নিবারণ করিতে পারেন" [৬]। (১০)	১০. নায়কের পরীক্ষা (D_1)
রাজার প্রাণ বাঁচাতে বীরবল রাজলক্ষ্মীর কথা মতো নিজপুত্রের মস্তকচ্ছেদন করে; শোকে বিহ্বল হয়ে একে একে বীরবলের স্ত্রী, কন্যা ও সবশেষ বীরবরও প্রাণত্যাগ করে। (১১)	১১. অগ্নীপরীক্ষা (E_1)
রাজা আড়াল থেকে এদৃশ্য দেখে নিজ শিরচ্ছেদনে উদ্যত হলে রাজলক্ষ্মী আবির্ভূত হয়ে চারজনের প্রাণদান করেন (১২)।	১২. পুনরুজ্জীবন (K_9)
পরদিন রাজা রাজসভায় সর্বজন সম্মুখে, ধর্মকে সাক্ষী রেখে প্রভুপরায়ণ বীরবরকে অর্ধ রাজেশ্বরের পদে প্রতিষ্ঠিত করেন (১৩)।	১৩. অন্তিম দৃশ্যে অর্থ অন্যান্য উপাদান দিয়ে পুরস্কৃত করা হয় (w০)
উপাখ্যানের শেষে বিক্রমাদিত্যের কথানুযায়ী, গল্পে রাজার ঔদার্য অধিক। কারণ যে রাজা সেবকের জন্য নিজ প্রাণদানে উদ্যত হয়, তার ঔদার্য যে অধিক হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না (১৪)।	১৪. নায়ককে চিহ্নিত করা (J)

প্রাথমিক অবস্থা - α

এক. E_7 F_4 γ_2 δ_2

দুই. ζ_3 γ_2 A D_1 E_1 K_9 w০ J

চতুর্থ উপাখ্যান :

ভোগবতী নগরের রাজা অনঙ্গসেন, তাঁর চূড়ামণি নামে একটি শুকপাখি ছিল। অন্যদিকে মগধের রাজকন্যা চন্দ্রাবতী, তাঁর মদনমঞ্জরী নামে একটি শারিকা ছিল (১)।	১. প্রাথমিক অবস্থা (α)
এক.	
চূড়ামণি ও মদমমঞ্জরীর সর্বজ্ঞতার কারণে অনঙ্গসেন ও চন্দ্রাবতীর বিবাহ হয় (২)।	২. বিয়ে (w)
এর কিছুকাল পর শারিকা পুরুষ জাতির চরিত্র জ্ঞাপনার্থে চন্দ্রাবতী ও অনঙ্গসেনকে একটি গল্প শোনায় (৩)	
ইলাপুরের একজন ঐশ্বর্যশালী শ্রেষ্ঠী মহাধন। দীর্ঘকাল পরে জগদীশ্বরের কৃপায় তাঁর একটি পুত্র সন্তান জন্মাল; নাম নয়নানন্দ (৪)।	৪. প্রাথমিক অবস্থা (α)
নয়নানন্দ যত দিন যেতে লাগল ততই সে দুঃশীল, দুশ্চরিত্র হয়ে উঠতে লাগল (৫)।	৫. দুর্বৃত্ততা (A)
পিতার মৃত্যুর পর পৈতৃক সম্পত্তি আত্মসাৎ করে (৬)।	৬. জ্যেষ্ঠের প্রস্থান (β_1)
এবং চন্দ্রপুরের হেমগুপ্ত শেঠের কাছে উপস্থিত হল (৭)।	৭. প্রস্থান ($\uparrow$)

দুই.

বাণিজ্য যাত্রাকালে ঝড়ে নৌকা ডুবে যাওয়ার মিথ্যে
কাহিনি শুনিয়ে শেঠের মন জয় করল (৮)। — ৮. মিথ্যা প্রতিস্থাপন (A_{12})
হেমগুপ্ত উপযুক্ত পাত্র পেয়ে তার সাথে কন্যা
রত্নাবতীর বিবাহ দিলেন (৯)। — ৯. বিয়ে (w)
বিবাহান্তে নয়নানন্দ নববধূ ও প্রচুর উপঢৌকন
সহকারে গৃহাভিমুখে যাত্রা করেন এবং সুযোগ বুঝে
রত্নাবতীকে গভীরারণ্যে ফেলে রেখে সমস্ত সম্পত্তি
নিয়ে পালিয়ে যায় (১০)। — ১০. বিনিময়ে প্রতারণা (E_{10})
প্রাপ্ত সম্পত্তি নিঃশেষিত হলে পুনরায় নয়নানন্দ
অর্থের লোভে ফিরে আসে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে (১১)। — ১১. ক্ষমার জন্য অনুরোধ (D_5)

তিন.

সময় বুঝে রত্নাবতীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে এবং
রত্নাবতীর পরিহিত গয়না নিয়ে পালিয়ে যায় (১২)। — ১২. হত্যা (A_{14})
শুক নারী চরিত্র উন্মোচনের জন্য আরও একটি গল্প শোনায় –
কাঞ্চনপুরের একজন শ্রেষ্ঠী সাগরদত্ত, তাঁর পুত্র শ্রীদত্তের
সাথে সোমদত্ত শেঠের কন্যা জয়শ্রীর বিবাহ হয় (১৩)। — ১৩. বিয়ে (w)
বিবাহান্তে শ্রীদত্ত জয়শ্রীকে পিতৃালয়ে রেখে বাণিজ্যে যাত্রা করে (১৪)। — ১৪. প্রস্থান (↑)
এই সময়ে জয়শ্রী এক পথিকের রূপদর্শন লাভ করে
মোহিত হয় এবং তা তার সখীকে জানায় (১৫)। — ১৫. মুগ্ধ হওয়া (E_{11})
সখী জয়শ্রীর এহেন অবস্থা দেখে সকলে ঘুমিয়ে পড়লে
তাকে নিয়ে পথিকের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় (১৬)। — ১৬. সংযোগ ঘটনা (B)
এরূপ কিছুদিন যাওয়ার পর শ্রীদত্ত বাণিজ্য থেকে
ফিরে এলো। কিন্তু জয়শ্রীর এই অভিসার গমন থামল না (১৭)। — ১৭. নায়কের প্রত্যাবর্ত্তন (↓)

এরই মধ্যে একদিন জয়শ্রীর এই অভিসার কার্যের
সাক্ষী হয়ে থাকল এক চোর ও এক পিশাচ।
অন্যদিকে কালসর্পে পথিকের মৃত্যু হল (১৮)। — ১৮. তরুণের প্রস্থান (β_3)

চার.

জয়শ্রীকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পিশাচ তার নাক
কেটে তা রাজশ্রীর উপপতির হাতে রেখে দেয় (১৯)। — ১৯. অঙ্গহানি (A_6)
নিজেকে এহেন অবস্থা থেকে বাঁচাতে সকলের কাছে
রাজশ্রী তার স্বামীকে দোষী সাব্যস্ত করে (২০)। — ২০. প্রতিকূল দাতার সাথে যুদ্ধ (D_9)

শাস্তিস্বরূপ শ্রীদত্তকে ধর্মাবতার শূলে চড়ানোর
আদেশ দেয় (২১)। — ২১. সংযোজন সাধন (ϕ)

চোরও পিশাচের মধ্যস্থতায় শ্রীদত্ত মুক্তি পায় (২২)। — ২২. আগের কাজের প্রত্যক্ষ ফলাফল হিসাবে ধার পরিশোধ (K_4)

রাজশ্রীর মস্তকমুণ্ডন করে, তাতে ঘোল ঢেলে,
তাকে ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে নগরে ঘুরিয়ে দেশ
থেকে বহিস্কার করা হয় (২৩)। — ২৩. ভিলেনের শাস্তি (U)

প্রাথমিক অবস্থা - α
এক. $w\ \alpha\ A\ \beta_1 \uparrow$
দুই. $A_{12}\ w\ E_{10}\ D_5$
তিন. $A_{14}\ \alpha\ w \uparrow E_{11}\ B \downarrow \beta_3$
চার. $A_6\ D_9\ \phi\ K_4\ U$

পঞ্চম উপাখ্যান :

ধারা নগরের রাজা মহাবলের দূত হরিদাস, তার স্ত্রী,
পুত্র ও কন্যার মহাদেবীর সাথে বসবাস করত (১)। — ১. প্রাথমিক অবস্থা (α)

এক.

মহাদেবী বিবাহ যোগ্যা হলে হরিদাস উপযুক্ত পাত্রের
সন্ধান করতে লাগলেন (২)। — ২. পাত্রের অভাব (a1)

একদা রাজা মহাবলের আদেশানুসারে হরিদাস রাজা
হরিশচন্দ্রের খবর নিতে দক্ষিণদেশে যাত্রা করেন (৩)। — ৩. জ্যেষ্ঠের প্রস্থান (β1)

দক্ষিণদেশ থেকে প্রত্যাগমনকালে হরিদাস মহাদেবীর
সঙ্গে বিবাহের জন্য একটি উপযুক্ত পাত্র নিয়ে আসেন।
তদানুরূপ হরিদাসের স্ত্রী ও পুত্রও এক এক ব্রাহ্মণ
তনয়কে নিয়ে গৃহে হাজির হন (৪)। — ৪. আগের কাজের প্রত্যক্ষ ফলাফল হিসাবে ধার পরিশোধ (K4)

দুই.

এরই মধ্যে রাত্রিকালে সকলে যখন ঘুমিয়ে,
তখন বিন্ধ্যাচল পর্বতের এক রাক্ষস এসে
মহাদেবীকে অপহরণ করে নিয়ে যায় (৫)। — ৫. এক ব্যক্তির অপহরণ (A1)

মহাদেবীকে উদ্ধার করতে প্রথম ব্রাহ্মণ
তার অসাধারণ গুণের মধ্য দিয়ে (৬) — ৬. নায়কের পরীক্ষা (D1)

মহাদেবীর অবস্থান নির্ণয় করতে সক্ষম হয় (৭)। — ৭. খলনায়ক সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার জন্য নায়কের প্রাথমিক নিরীক্ষণ (ε2)

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ তার উড়ন্ত রথের সাহায্যে নির্দিষ্ট
স্থানে উপস্থিত হয় (৮)। — ৮. নায়কের বাতাসে ওড়ে (G^1)

এবং তৃতীয় ব্রাহ্মণ রাক্ষসের সাথে যুদ্ধ করে, (৯) — ৯. খোলা মাঠে লড়াই (H1)

শরনিক্ষেপ করে রাক্ষসকে হত্যা করে (১০); — ১০. যুদ্ধে জয় (E9)
মহাদেবীকে উদ্ধার করে (১১)। — ১১. অনুষ্ঠানের ইতিবাচক ফলাফল [Pos. or +]

বিক্রমাদিত্যের কথানুযায়ী, প্রত্যাহর্তার গুণেই প্রকৃত
কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তাই মহাদেবীর বিবাহ সম্পন্ন হয়
রাক্ষসকে হত্যা করে মহাদেবীকে উদ্ধার করেছে যে
ব্রাহ্মণ তনয় তার সাথেই (১২)। — ১২. বিয়ে (w)

প্রাথমিক অবস্থা - α
এক. a1β1 K4
দুই. A1 D1 E1 ε2 G1 H1 E9 [Pos. or +] w

ষষ্ঠ উপাখ্যান :

ধর্মপুর নগরের ধর্মশীল নামে নিঃসন্তান
রাজা তাঁর মন্ত্রী অন্ধকের পরামর্শানুযায়ী
কাত্যায়নীর মন্দির নির্মাণ করেন এবং
কাত্যায়নীর আরাধনা করে একটি
পুত্রসন্তান লাভ করেন (১)। — ১. প্রাথমিক অবস্থা (α)

এক.

এর কিছু কাল পড়ে তন্তুবায় দীনদাস কার্য উপলক্ষে
বন্ধুর সাথে রাজধানীতে আসে (২)। — ২. প্রস্থান (↑)
এবং তথায় একটি পরমাসুন্দরীকে দেখে মোহিত হয় (৩)। — ৩. মুগ্ধতা (E_{11})
পূর্বেই সে রাজা কর্তৃক কাত্যায়নীর আরাধনা
এবং পুত্রলাভের কথা শুনেছিল (৪) — ৪. অন্যান্য উপায়ে প্রাপ্ত তথ্য (ζ_3)

এই ঘটনার বশবর্তী হয়ে দীনদাস দেবী কাত্যায়নীর কাছে
সেই পরমাসুন্দরী নারীকে পাওয়ার বাসনা জানায় (৫)। — ৫. মিনতিপূর্ণ প্রার্থনা (E_5)
এবং মানসিক স্বরূপ নিজ মুস্তক ছেদনের কথা
দেবীকে জানিয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করে (৬)। — ৬. নায়কের প্রত্যাবর্তন (↓)

দেবীর আশীর্বাদে সেই অপরূপসুন্দরীর সাথে
দীনদাসের বিবাহ হয় (৭)। — ৭. বিয়ে (w)

দুই.

শ্বশুরবাড়ি থেকে প্রত্যাগমন কালে ভগবতী
কাত্যায়নীর মন্দির দেখে পূর্বের মানসিকের কথা
মনে পড়ে এবং দীর্ঘদিন একথা বিস্মরণের কারণে
নিজেকে 'অসত্যবাদী পামর' আখ্যা দেয় দীনদাস (৮)। — ৮. মিথ্যের উপস্থাপন (A_{12})

মানসিক স্বরূপ দেবীর মন্দিরে নিজ মস্তক
ছেদন করে সে (৯)। — ৯. পূর্ববর্তী কাজের ফলস্বরূপ অনুসন্ধানীর ব্যক্তিলাভ (K_4)

এদৃশ্য দেখে দীনদাসের বন্ধু, বন্ধু হত্যার মিথ্যা
অপবাদ থেকে নিষ্কৃতি পেতে নিজেও একইভাবে
প্রাণ ত্যাগ করে এবং দীনদাসের স্ত্রী আজীবন বৈধব্যযন্ত্রণা
ও দুশ্চরিত্রার মিথ্যা অপবাদ থেকে মুক্তি পেতে নিজ
মস্তকছেদনে উদ্যত হলে দেবী তৎক্ষণাৎ আবির্ভূত
হয়ে তাকে বর প্রদান করেন; দীনদাস ও তার বন্ধুর
প্রাণদান করেন (১০)। — ১০. মৃতের পুনর্জীবন লাভ (K_9)
কিন্তু কাত্যায়নীর আশীর্বাদে তন্তুবায়কন্যা আহ্লাদিত
হয়ে দীনদাস ও তার বন্ধুর মস্তক যোগে ভুল করে
একের মস্তক অন্যের শরীরে সংযোজন করে (১১)। — ১১. নায়কের দেহ-রূপের পরিবর্তন (T)

বিক্রমাদিত্যের বক্তব্যানুযায়ী, মানুষের মস্তকই প্রধান।
তাই তন্তুবায়কন্যা দীননাথের মুণ্ড ও তার বন্ধুর শরীরের
সাথে ঘরকন্না করতে লাগল (১২)। — ১২. জাদুবস্তুর সাহায্যে সরাসরি চেহারার পরিবর্তন (T_1)

প্রাথমিক অবস্থা - α
এক. $\uparrow E_{11}\ \zeta_3\ E_5 \downarrow W^*$
দুই. $A_{12}\ K_4\ K_9\ T\ T_1$

সপ্তম উপাখ্যান :

চম্পা নগরের রাজা চন্দ্রপতী ও স্ত্রী সুলোচনার
ত্রিভুবনসুন্দরী নামে এক কন্যা ছিল (১)। — ১. প্রাথমিক অবস্থা (α)

এক.

কন্যা বিবাহযোগ্যা হলে রাজা উপযুক্ত পাত্রের
জন্য চিন্তিত হলেন (২)। — ২. কনের অভাব (a_1)
ত্রিভুবনসুন্দরীর রূপলাবন্যের কথা অবগত হয়ে
দেশান্তর থেকে চারজন বর উপস্থিত হল (৩)। — ৩. অন্যান্য উপায়ে প্রাপ্ত তথ্য (ζ_3)

তারা প্রত্যেকে বিদ্যা-বুদ্ধিতে নিপুণ এবং প্রত্যেকের
এক একটি বিশেষ গুণ আছে, যেমন –
প্রথমজন প্রতিদিন একটি মনোহর বস্ত্র প্রস্তুত করে
তা ৫ রত্নমূল্যে বিক্রয় করে। অর্থাৎ সে শূদ্র।
দ্বিতীয়জন পশুপক্ষীর ভাষা জানে। অর্থাৎ সে জাতিতে বৈদ্য।
তৃতীয়জন শাস্ত্রে অদ্বিতীয়। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ।
এবং, চতুর্থজন শব্দভেদী শর নিক্ষেপে পারদর্শী;

Trisangam International Refereed Journal (tirj)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-3, Issue-I, January2023, tirj/January23/article-5
Website: www.tirj.org.in, Page No. 47-68

অর্থাৎ ক্ষত্রিয় (৪)।	৪. নায়কের পরীক্ষা (D_1)
চতুর্থজন ত্রিভুনসুন্দরীর সজাতীয় (৫)।	৫. নায়ককে চিহ্নিত করা (J)
তাই এক্ষেত্রে চতুর্থব্যক্তির সাথে ত্রিভুবনসুন্দরীর বিয়ে সম্পন্ন হয় (৬)।	৬. বিয়ে (w)

প্রাথমিক অবস্থা -α

এক. a_1 ζ_3 D_1 J w

অষ্টম উপাখ্যান :

মিথিলা নগরের রাজা গুণাধিপ (১)।	১. প্রাথমিক অবস্থা (α)

এক.

রাজার বদান্যতা ও গুণগ্রাহিতার কথা শুনে দক্ষিণদেশীয় রাজপুত চিরঞ্জীব কর্মের প্রার্থনায় রাজধানীতে উপস্থিত হয় (২)।	২. অভাব, অপ্রতুলতা (a)
কিন্তু রাজা গুণাধিপ সেই সময় অন্দরমহলে মহিলাগণের সাথে সহবাসে কালযাপন করার জন্য রাজা সভায় আসছিলেন না। এইভাবে এবছর অতিবাহিত হল এবং রাজার দেখা না পেয়ে চিরঞ্জীব সন্ন্যাসীবেশে অরণ্য মধ্যে বসবাস করতে লাগল (৩)।	৩. প্রস্থান ($\uparrow$)
অন্তঃপুর থেকে ফিরে পুনরায় রাজকার্যে মনোনিবেশ করলেন; কিছুদিন পর সৈন্যসামন্ত নিয়ে মৃগয়ায় যাত্রা করলেন (৪)।	৪. জ্যেষ্ঠের প্রস্থান (β_1)
অন্ধকার নামলে ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য অরণ্যে প্রবেশ করলেন; চিরঞ্জীবের আতিথ্যেয়তা গ্রহণ করে পিপাসা ও ক্ষুধানিবৃত্তি করে রাজা (৫)।	৫. সাহায্যকারীর সাথে সাক্ষাৎ, যে তাকে সেবা প্রদান করেছিল (F_9^6)
সেই সঙ্গে চিরঞ্জীবের পূর্বকার ঘটনা শ্রবণ করে লজ্জিত হয়ে রাজধানীতে ফিরে চিরঞ্জীবকে প্রিয়পাত্র করে নিজের কাছে রাখলেন (৬)	৬. পূর্ববর্তী কাজের ফলস্বরূপ অনুসন্ধানী ব্যক্তিলাভ(K_4) নায়কের প্রত্যাবর্তন ($\downarrow$)
অন্যদিকে রাজকার্য্য সম্পাদনে দেশান্তরের যাওয়ার সময় চিরঞ্জীব এক রমণীকে দেখে হতবুদ্ধি ও মোহিত হয়। একথা রাজাকে গিয়ে জানালে রাজা সেই রমনীকে চিরঞ্জীবকে বিয়ে করার জন্য প্রস্তাব দেন (৭)।	৭. সংযোজন অব্যয় (ϕ)
উপাখ্যানের শেষে চিরঞ্জীব ও সেই রমণীর বিবাহ সম্পন্ন হয় (৮)।	৮. বিয়ে (w)

প্রাথমিক অবস্থা - α

এক. $a \uparrow \beta_1 F_9^6 (K_4 \downarrow) \phi\ w$

নবম উপাখ্যান :

মগধপুরে বীরবর নামক রাজার অধীনে
হিরণ্যদত্ত নামে বণিকের মদনসেনা নামে এক
কন্যা ছিল। বিবাহযোগ্যা হলে হিরণ্যদত্ত
মদনসেনার বিবাহ স্থির করেন (১)।

১. প্রাথমিক অবস্থা (α)

এক.

এমতাবস্থায় একদিন উপবনবিহারে গমনকালে
মদনসেনাকে বণিক ধর্মদত্তের পুত্র সোমদত্ত
দেখে মোহিত হয় (২)।

২. মুগ্ধতা (E_{11})

এবং মদনসেনাকে স্ত্রীরূপে পাওয়ার
আকাঙ্ক্ষা জানায় (৩)।

৩. অন্যান্য অনুরোধ (D_7)

এই ব্যাকুল অবস্থা থেকে সোমদত্তকে উদ্ধার
করতে মদনসেনা তাকে কথা দেয় যে বিবাহের
রাত্রে সে সোমদত্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে।
নির্দিষ্ট সময় অনুসারে মদনসেনার বিবাহ হয়ে যায় (৪)।

৪. বিয়ে (w)

মদনসেনার কাছে সোমদত্তের বৃত্তান্ত শুনে
তার স্বামী প্রথমে বারণ করেন (৫);

৫. নিষেধ (γ_1)

পরে সোমদত্তের কাছে যাওয়ার অনুমতি দেয়।
পূর্বের প্রতিশ্রুতি পালন করতে মদনসেনা সোমদত্তের
উদ্দেশ্যে যাত্রা করে (৬)।

৬. পূর্ববর্তী কাজের ফলস্বরূপ
অনুসন্ধানীর ব্যক্তিলাভ (K_4)
প্রস্থান ($\uparrow$)

দুই.

পথমধ্যে মদনসেনার অলংকারের প্রতি আকৃষ্ট
হয়ে এক চোর তার কাছে আসে (৭)।

৭. দুর্বৃত্ততা (A)

মদনসেনা নিজ দুরাবস্থার কথা চোরকে জানালে
চোর তার কথা বিশ্বাস করে তাকে ছেড়ে দেয়।
অন্যদিকে সোমদত্ত মদনসেনা পরস্ত্রী বলে তাকে
গ্রহণ করতে অস্বীকার করে এবং তাকে পতিগৃহে
ফিরে যেতে আদেশ দেয় (৮)

৮. আদেশ (γ_2)

সোমদত্তের কথানুযায়ী মদনসেনা স্বামীর
ঘরে ফিরে আসে ঠিকই (৯)।

৯. নায়কের প্রত্যাবর্তন ($\downarrow$)

কিন্তু মদনসেনার এহেন কার্য্যে তার স্বামী কুপিত হয় (১০)।

১০. এক কঠোর চুক্তির
ফলে প্রাথমিক বিপদ (λ)

এবং তাকে পরিত্যাগ করে (১১)।

১১. অনুষ্ঠানের নেতিবাচক

ফলাফল [Neg. or -]

প্রাথমিক অবস্থা - α
এক. E_{11} D_7 w γ_1 K_4 ↑
দুই. A γ_2 ↓ λ (Neg. or -)

দশম উপাখ্যান :

গৌড়দেশের বর্ধমান নগরের রাজা গুণশেখর (১)। — ১. প্রথামিক অবস্থা (α)

এক.

রাজা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী আমাত্য অভয়চন্দ্রের উপদেশের বশবর্তী হয়ে বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করেন (২)। — ২. ধার্মিক ক্রিয়াকাণ্ড (E_7)
রাজ্যে মাংসভক্ষণ, সুরাপানের নিষেধাজ্ঞা জারি করেন, শিবপূজা, বিষ্ণুপূজা, গোদান, ভূমিদান প্রভৃতি রাজনিষিদ্ধ অবৈধ কাজ বলে ঘোষণা করেন (৩)। — ৩. নিষেধ (γ_1)
একই সঙ্গে এও ঘোষণা করেন যে, এর অন্যথা হলে রাজা দণ্ড সরূপ তার সর্বস্ব হরণ ও তাকে নির্বাসন দেবেন (৪)। — ৪. আদেশ (γ_2)

দুই.

রাজার মৃত্যু হলে তার পুত্র ধর্মধ্বজ সিংহাসনে আরোহন করেন (৫) — ৫. শুধু সিংহাসন লাভ (w^3)
এবং রাজ্য থেকে বৌদ্ধধর্মের অবসান ঘটিয়ে সনাতন বেদ শাস্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন (৬)। — ৬. ধার্মিক ক্রয়াকাণ্ড (E_7)
পিতার প্রিয়পাত্র প্রধান মন্ত্রীর মুস্তক মুণ্ডন করে, তাকে গাধার চাপিয়ে নগর প্রদক্ষিন করে দেশ থেকে বহিষ্কার করেন (৭)। — ৭. বহিষ্কার (A_9)
রাজ্যে ঋতুরাজ বসন্তের আগমন ঘটলে ধর্মধ্বজ তিন পত্নী সহকারে উপবনবিহারে গেলেন (৮)। — ৮. তরুণের প্রস্থান (β_3)
সেখানে সরোবরে প্রস্ফুটিত কোমলের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তিন মহিষীকে তা উপহার দিলে, হাত থেকে পায়ে পড়ে প্রথম মহিষীর পা ভেঙে যায় (৯)। — ৯. শারীরিক পীড়ন (A_6)
বসন্ত বাতাসে দ্বিতীয় মহিষীর গাত্রদগন্ধ এবং 'উদূখলের' শব্দে তৃতীয় মহিষী মূর্চ্ছা যায় (১০)। — ১০. অনুষ্ঠানের নেতিবাচক ফলাফল (Neg. or -)

প্রাথমিক অবস্থা - α
এক. E_7 γ_1 γ_2
দুই. w^3 E_7 A_9 β_3 A_6 (Neg. or -)

একাদশ উপাখ্যান :

পূণ্যনগরের রাজা বল্লভ (১)। — ১. প্রাথমিক অবস্থা (α)

এক.

রাজা ঐশ্বর্য ভোগের নিমিত্তে সমস্ত রাজ্যভার
আমাত্য সত্যপ্রকাশের হাতে দিয়ে অবসর গ্রহণ
করলে, আমাত্য যথোপযুক্ত উপায়ে রাজকার্য
পালন করতে থাকে (২)। — ২. আদেশ বহন (δ_2)

রাজ্যশাসন ও প্রজাশাসন সংক্রান্ত কার্যে
অবসন্নাবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পেতে আমাত্য স্ত্রী
লক্ষ্মীর কথানুযায়ী তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে সেতুবন্ধ
রামেশ্বরে উপস্থিত হলেন (৩)। — ৩. তরুণের প্রস্থান (β_3)

দেবাদিদেব দশর্নের পর মন্দির থেকে বেরিয়ে সমুদ্রে
স্বর্ণমহ মহীরূপ ও বীণাহস্তধারী পূর্ণযৌবনা এক নারীর
দর্শন লাভে বিস্মিত হলেন (৪) — ৪. মুগ্ধতা (E_{11})

এবং তা মাহারাজকে জানালেন। রাজা আমাত্যর
বর্ণনানুযায়ী সেই স্থানে গিয়ে উপস্থিত হলেন (৫)। — ৫. বিপরীত ক্রিয়া করার সম্মতি (C) প্রস্থান ($\uparrow$)

দুই.

আমাত্যর বর্ণনা মত সেই একই দৃশ্যের সাক্ষী
হলেন মহারাজ এবং বীণাহস্তধারী নারী সমুদ্রে মগ্ন
হওয়ার সাথে সাথে রাজাও পাতালে প্রবেশ করলেন (৬)। — ৬. নায়কের প্রতিক্রিয়া (E)

সেখানে উপস্থিত হয়ে রাজা সেই রমণীর কাছে
শুনলেন যে, পিতার অভিশাপে রমণী এখানে
এক রাক্ষসের অধিনস্ত হয়ে দিনাতিপাত করছে (৭)। — ৭. রাত্রে পীড়ন (A_{18})

কৃষ্ণপক্ষের রাতে আগত সেই রাক্ষসকে রাজা
হত্যা করেন (৮)। — ৮. নায়কের পরীক্ষা (D_1) যুদ্ধে জয়(E_9)

এবং রত্নমঞ্জরী নাম্নী সেই রমণীকে উদ্ধার করেন (৯)। — ৯. বন্দির মুক্তিলাভ (K_{10})

রত্নমঞ্জরীকে সঙ্গে নিয়ে রাজা রাজধানীতে
উপস্থিত হলেন (১০)। — ১০. নায়কের প্রত্যাবর্তন ($\downarrow$)

রত্নমঞ্জরীকে পেয়ে রাজা কার্য ভুলে গেলেন;
এই সমস্ত কিছু দেখে আমাত্য সত্যপ্রকাশ
প্রাণত্যাগ করেন (১১)। — ১১. অনুষ্ঠানের নেতিবাচক ফলাফল (Neg. or -)

প্রাথমিক অবস্থা - α
এক. δ_2 β_3 E_{11} C$\uparrow$
দুই. E ζ_2 A_{18} D_1 E_9 K_{10} $\downarrow$ (Neg. or -)

দ্বাদশ উপাখ্যান :

চূড়াপুরে দেবস্বামী নামে এক ব্রাহ্মণ বসবাস করত (১)।	১. প্রাথমিক অবস্থা (α)
এক.	
দেবস্বামী লাবণ্যবতী নামে ব্রাহ্মণতনয়াকে বিয়ে করে সুখে দিনাতিপাত করতে থাকে (২)।	২. বিয়ে (w)
লাবন্যবতীর রূপলাবণ্যে আকৃষ্ট হয়ে একদিন রাত্রে এক গন্ধর্ব ঘুমন্ত লাবণ্যবতীকে নিয়ে পালিয়ে গেল (৩)।	৩. এক ব্যক্তির অপহরণ (A_1)
পরদিন সকালে লাবণ্যবতীর অনেক অনুসন্ধান করার পরে তাকে না পেয়ে দেবস্বামী সংসারত্যাগ করে সন্ন্যাসীবেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করতে লাগল (৪)।	৪. বিপরীত ক্রিয়া করার সম্মতি (C) প্রস্থান ($\uparrow$)
এইভাবেই একদিন ক্ষুধার্ত হয়ে দেবস্বামী এক ব্রাহ্মণের ঘরে আশ্রয় নিল। দেবস্বামীর ক্ষুধা নিবারণের জন্য ব্রাহ্মণ তাকে এক বাটি দুধ খেতে দেয় (৫)।	৫. সাহায্যকারীর সাথে সাক্ষাৎ, যে তাকে সেবা প্রদান করেছিল (F_9^6)
কালসর্প এই দুধে মুখ দেওয়াতে তা আগে থেকেই বিষাক্ত হয়ে ছিল। তাই তা পান করার সাথে সাথেই দেবস্বামীর মৃত্যু হল (৬)।	৬. সময়সীমার আগে সমাধান (*N)
গৃহস্বামী এই ঘটনায় বিস্মিত হয়ে আপন স্ত্রীকে এর জন্য দোষারোপ করলেন এবং গৃহ হতে তাকে বহিষ্কার করলেন (৭)।	৭. অনুষ্ঠানের নেতিবাচক ফলাফল (Neg. or -)

প্রাথমিক অবস্থা - α
এক. w A_1 C$\uparrow$ F_9^6 *N (Neg. or -)

এই দীর্ঘ বিশ্লেষণের পর, প্রশ্ন আসতেই পারে, আমরা কেন বিদ্যাসাগর রচিত 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'কে কেনই আমরা ভ্লাদিমির প্রপের Morphology-র মাধ্যমে বিশ্লেষণ করলাম? কারণ 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'র গল্পগুলি ল্ললুলাল রচিত হিন্দি 'বেতাল পচীসী' নামক হিন্দি বইটি থেকে নিয়ে অনুবাদ করা হলেও, এর মূল গ্রন্থটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত। অন্যান্য লোক-কাহিনির মতোই বিক্রম-বেতালের এই কাহিনিগুলির নির্দিষ্ট কোনও রচয়িতার নাম পাওয়া যায় না। যাকে লোক-কাহিনির অন্যতম বৈশিষ্ট্যও বলা যায়। তাই এক্ষেত্রে বিক্রম-বেতালের এই কাহিনিগুলিকে যথোপযুক্ত লোক-কাহিনি হিসেবেও চিহ্নিত করা যায়। অন্যদিকে লোকসংস্কৃতিবিদ্ ভ্লাদিমির প্রপ একাধিক লোক-কাহিনিকে একত্রিত করে তাকে রূপতত্ত্বের আঙ্গিকে ফেলে লোক-কাহিনিকে নতুনভাবে পুনরুজ্জীবিত করার যে মাধ্যম আবিষ্কার করেছেন, সেই আবিষ্কারকেই আমরা সঞ্জারিত করলাম আমাদের চিরন্তন ও বহুপরিচিত বিক্রম ও বেতালের গল্পে। বলা যেতে পারে, চিরন্তন ঐতিহ্যকে একই সুতোয় গেঁথে নতুন আঙ্গিকে প্রকাশ করার চেষ্টা থাকল আলোচ্য প্রবন্ধে।

তথ্যসূত্র :

১. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, সাহিত্যে ছোটগল্প, ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৭১, পৃ. ১

২. ঘো্ বিনয়, নব ভারত স্রষ্টা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (অনুবাদ–অনীতা বসু), প্রকাশ বিভাগ, দিল্লি, ১৯৫৭, পৃ. ১৩৭

৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র, বেতাল পঞ্চবিংশতি, অন্নপূর্ণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৩৬০, পৃ. বিজ্ঞাপন

৪. তদেব, পৃ. ৩৪

৫. তদেব, পৃ. ৩৫

৬. তদেব